ইত্তেফাক

তারিখ ... 21.7.79 ... ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 1 ... ...

শিশু শিক্ষায় এই উপেক্ষা কেন?

শিশুদের শিক্ষার নানা সমস্যা সম্পর্কে পত্রিকার পাতায় বহু আলোচনা হইয়াছে। সেইসব আলোচনা ও লেখালেখির পরও বাস্তব অবস্থার যে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নাই গত ২৯শে জুনের ইত্তেফাকে প্রকাশিত 'বাবুল শিশু শিক্ষালয় প্রসঙ্গে' শীর্ষক জনৈক অভিভাবকের একটি পত্রেই তার প্রমাণ মেলে। আলোচ্য শিশু বিদ্যালয়টিতে একই সেশনে দুই দুইবার সেশন চার্জ দাবি করার অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন পত্রলেখক। সেই সঙ্গে বিদ্যালয়টিতে সার্বিক অব্যবস্থা ও কোমলমতি শিশুদের লেখাপড়ার উপযুক্ত পরিবেশের অভাব সম্পর্কেও পত্রটিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ধরনের অভিযোগ বা অব্যবস্থার উল্লেখ কোনো নূতন ব্যাপার নহে। খোঁজ নিলে দেখা যাইবে দেশের অন্যান্য স্থানের কথা দূরে থাকুক খাস রাজধানী ঢাকাতেই ঢাকঢোল পিটাইয়া শিশু শিক্ষালয় বা কিণ্ডার গার্টেনের এতো নামডাক শোনানো হইলেও বাস্তব অবস্থা আসলে কি! সেখানে যতোটা ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি কাজ করে ততোটা শিক্ষার মতো একটি বিষয়কে উপযুক্ত মর্যাদায় গ্রহণ করা হয় কিনা তাহাও ভাবিবার বিষয়। তাই কথা কেবল 'বাবুল শিশু শিক্ষালয়' বা অন্য কোনো বিশেষ শিশু বিদ্যালয় সম্পর্কে নয়, পরিস্থিতি অনুধাবন করিতে হইলে কথা তুলিতে হয় রাজধানীর শিশু শিক্ষালয়গুলির সামাজিক অবস্থা সম্পর্কেই।

আর তাহা তুলিতে গেলে একের পর এক এই ধরনের অনিয়ম, অব্যবস্থা কিংবা শিক্ষার নামে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির বহু দৃষ্টান্তই উদঘাটিত হইবে। রাজধানীতে সরকারী পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার পর্যাপ্ত ও যোগ্য ব্যবস্থা নাই। যাহা আছে তাহাকে অপ্রতুল বা কম বলিলে প্রকৃতপক্ষে সমস্যার ব্যাপকতার বিচারে কিছুই বলা হয় না। বলিতেই হইবে এক্ষেত্রে অভাব পূরণ করিতেছে পাড়ায় পাড়ায় কিণ্ডার গার্টেন বিদ্যালয়গুলি। ইহা ছাড়া কয়েকটি উচ্চবিদ্যালয়ের সঙ্গেও শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু সেখানেও বড়ো-ছোটো-মাঝারি বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীদের লইয়া এক জগাখিচুড়ি অবস্থা। তাহার উপর আছে জায়গার অভাব। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে নার্সারীতেই একসঙ্গে শতাধিক শিশু ছাত্রছাত্রীকে পাঠাভ্যাস করিতে হয়। অথচ শিশুদের পর্যন্ত এইসব স্কুলে ভর্তি হইতে পার হইতে হয় একাধিক পরীক্ষা নামক বৈতরণী। অবশ্য যাহাদের ডোনার হইবার সামর্থ্য আছে তাহাদের কথা আলাদা।

এই ধরনের যে-কোনো স্কুলেই শিশু শ্রেণীতেও মাসিক বেতন ন্যূনপক্ষে ৩০/৩৫ টাকা। কিন্তু ইহার পরও এইসব অভিজাত স্কুলে একই কক্ষে শতাধিক ছাত্রের নিয়মিত বিদ্যাভ্যাস চলে। নার্সারী কিংবা কিণ্ডার গার্টেন প্রভৃতি শব্দের আড়ম্বর থাকিলেও চঞ্চল, অভিমানী ও আবেগপ্রবণ শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে চিত্র চোখে পড়ে তাহা অধিকাংশ স্থলেই উপেক্ষার, অবহেলার ও অযত্নের। শিশু শিক্ষার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এমন স্বার্থবুদ্ধি কোথা হইতে গোপন ও অদৃশ্য প্রশ্রয় পায় তাহা একদিকে যেমন উদ্বেগের অন্যদিকে তেমনি লজ্জার। শহরে শিশুদের জন্য এতো বিপুল অর্থ ব্যয়ে শিশু উদ্যান নির্মিত হইতে পারে, কিন্তু শিশুদের শিক্ষার প্রশ্নটি গুরুত্ব পায় না ইহার চাইতে পরিতাপের আর কি আছে!